মুসলিমদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

❖ আকিদাগত বৈশিষ্ট্য:

(ক) আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র ৫ টি মূলনীতিঃ

১। আল ওয়ালা ওয়াল বারা' হবে ঈমানের ভিত্তিতে রক্তের ভিত্তিতে নয়।

২। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর আক্বিদা অনুযায়ী ঈমান বাড়ে ও কমে।

আল্লাহ বলেন, "মুমিনতো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয় আর যখন তাঁর আয়াতপাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (আনফালঃ ২)

৩। প্রত্যেক মুমিনের ঈমান এক নয় (আবু বাকর (রাঃ)_এর ঈমান এবং অন্যদের ঈমান সমান নয়)

৪। বাহ্যিক আমলের ভিত্তিতে ঈমানের স্তর নির্ধারণ করা হবে

৫। আল ওয়ালা ওয়াল বারা বিষয়টি আপেক্ষিক। পুর্ণ মুমিনের সাথে পুর্ণ ওয়ালা আর কাফিরের সাথে পুর্ণ বারা'। আংশিক মুমিনের সাথে আংশিক ওয়ালা ও আংশিক বারা'।

আব্দুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে কিছু লোককে ওহি দ্বারা পাকড়াও করা হত। কিন্তু এখন ওহি বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আমরা তোমাদের বাহ্যিক আমল দেখে পাকড়াও করব। অতঃপর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ভাল কাজ প্রকাশ করবে ,তাকে আমরা নিরাপত্তা দিব এবং তাকে আমরা নিকটে রাখব। আর তাদের অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহই তার অন্তরের হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ প্রকাশ করবে ,তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না। এবং তাকে সত্যবাদীও মনে করব না; যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) ভাল। (বুখারীঃ২৬৪১, নাসায়ীঃ ৪৭৭৭, আবু দাউদঃ ৪৫৩৭, আহমাদঃ২৮৮)

আল্লাহ বলেন, মুমিনরা যেন মুমিনদের ব্যতিত কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করে, আর যে এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (আলে ইমরানঃ ২৮)

আল্লাহ বলেন- "হে ইমানদারগণ, তোমরা কখনো ইহুদী-খ্রীস্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। কেননা তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে; আর আল্লাহ তা'আলা কখনো যালেম সম্প্রদায়রকে হেদায়েত করেন না। [সুরা মায়েদাঃ৫১]

আল্লাহ বলেন- "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারিদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তেমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের এসব দেবতাদের অস্বীকার করি, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য শুরু হল শত্রুতা ও ঘৃণা যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। [সুরা মুমতাহিনা :৪]

আল্লাহ বলেন- "হে রাসূল, আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কাউকে পাবেন না তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরোধিতাকারীদের ভালবাসে। যদিও তারা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিকট আত্মীয় হয়। আর এরা হচ্ছে সেই সকল ব্যক্তি আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমান এঁকে দিয়েছেন এবং তার নিজস্ব শক্তি দ্বারা সাহায্য করেছেন। আর তাদেরকে তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবে। এরাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাহিনী। আর অবশ্যই আল্লাহর বাহিনীই সফলকাম। (সুরা মুজাদালাহঃ ২২)

(খ) তাকফির (কাউকে কাফির বলা) ও ইরজাঃ

(ক) মুশরিকদেরকে তাকফির করা দ্বীনের একটি মৌলিক অংশ, যা না করার ফলে একজন মুসলিম দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় অর্থাৎ মুরতাদে পরিণত হয়।

(খ) কাউকে তাকফির করা হবে তার বাহ্যিক কথা ও কাজের মাধ্যমে। ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কারও মধ্যে পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ (বিবেচনা) করতে ভুল হলে, তাকফির করার কারণে কোন গুনাহ হবে না (কারণ সে তাকফির করছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার কারণে ব্যাক্তিগত আক্রোশ বা প্রবৃতির অনুসরণ করে নয়)। বরং কুফুরের প্রতি ঘৃনা থাকার কারণে সে নেকী পাবে ইনশাআল্লাহ।

(গ) মাওয়ানিউত তাকফির বা তাকফিরে বাঁধা প্রদানকারী বিষয় প্রকাশ্যভাবে থাকতে হবে। প্রকাশ্য না থাকলে তা মাওয়ানিউত তাকফির হিসেবে গণ্য হবে না।

(ঘ) তাকফির করতে গিয়ে মানুষেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের একদল যে কোন গুনাহের কারণেই তাকফির করে (কাফির বলে)- এরাই খারেজী। আর একদল খারেজীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ না করে তাদের বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়। যার ফলে স্পষ্টভাবে কাউকে কুফরিতে লিপ্ত দেখেও তাকে তাকফির করে না- এরাই মুর্জিয়া। স্পষ্ট কুফরি দেখেও তাকফির করতে দেরি করার নাম ইরজা। কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের দৃষ্টিতে খারেজীদের চাইতে মুর্জিয়ারা বেশি নিকৃষ্ট। তাকফির হল আল ওয়ালা ওয়াল বারায়া এর বাস্তব রূপ। তাকফির করতে হলে কাফির চিনতে হবে । আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে কাফির তাই নিম্নে কাফিরদের প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

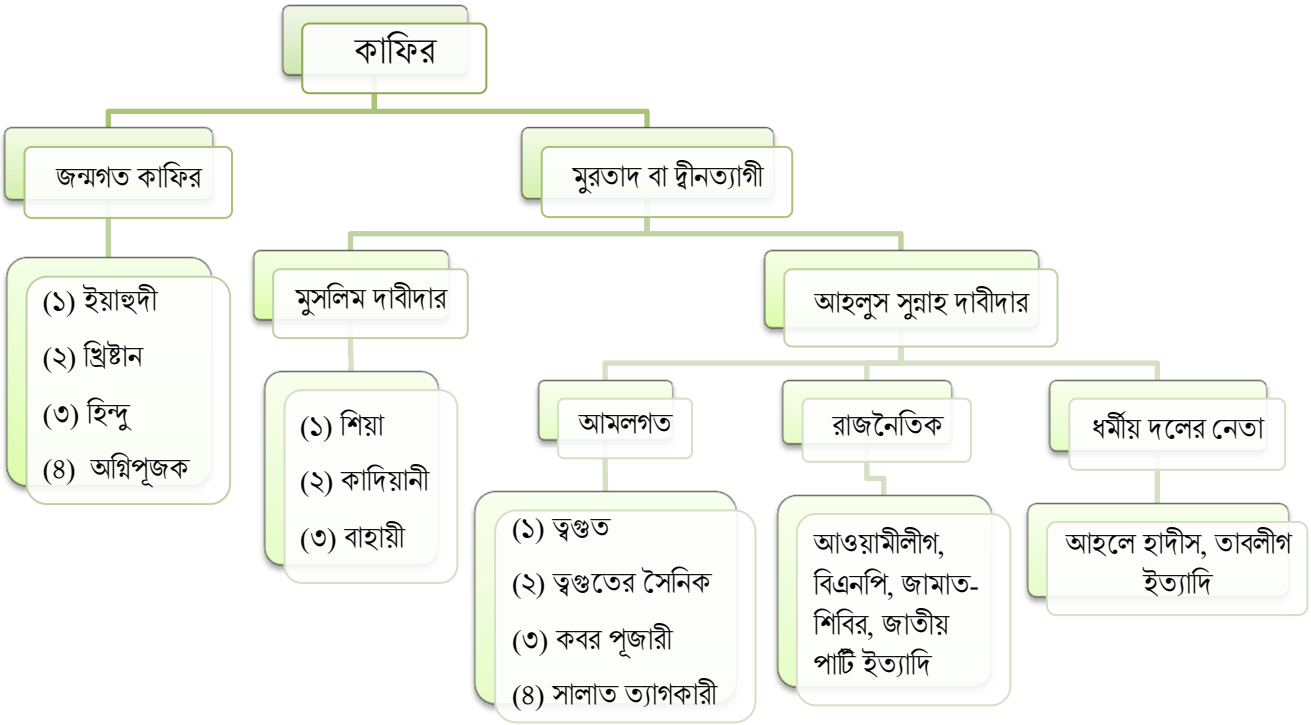

বিঃ দ্রঃ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর সমর্থক ছাড়া সবাই কাফির। তবে তাদের আম হুকুম তারা সবাই কাফির। আর ধর্মীয় অরাজনৈতিক দল গুলোর নেতৃস্থানীয়রা সবাই কাফির, এবং এদের নিম্ন শ্রেণীরা অজ্ঞতার অজুহাতে কাফির নয় বরং বিদয়াতি। এছাড়া উপরোক্ত সকল দল কাফির ও মুরতাদ।

তাকফিরের বাস্তবিক হুকুমঃ

ক) এসকল কাফিরদের সাথে বারায়া করতে হবে।

খ) যুদ্ধক্ষেত্রে বা বাহিরে সর্বক্ষেত্রেই তাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল মনে করা এবং তা ছিনিয়ে নেয়া।

গ) তাদেরকে সালাম দেওয়া হারাম তাই তাদেরকে সালাম না দেয়া।

ঘ) তাদের সাথে বৈবাহিক কোন সম্পর্ক না করা।

ঙ) তাদের জানাযা সালাত না পড়া।

চ) মুসলিমদের কবরস্থানে তাদের দাফন না করা।

ছ) তাদেরকে জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেওয়া।

❖ আমলগত বৈশিষ্ট্য

১) হিজরত

হিজরত বলতে বোঝায় কোন কিছু ছেড়ে আসা, ত্যাগ করা বা বর্জন করা। শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সাধারণত তিন রকমভাবে হতে পারেঃ

১। দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরত।

২। গুনাহ, গুনাহপূর্ণ পরিবেশ ও গুনাহগার-পাপী হতে হিজরত।

৩। জিহাদের জন্যে হিজরত।

যদিও আলেমগণ হিজরতের শ্রেণীবিভাগে আরো কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, হিজরতের আরো পথ দিয়েছেন; তবে আমরা অবশ্য আমাদের আলোচনা এই তিন রকমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো ইনশাআল্লাহ।

দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরতঃ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "একজন ব্যক্তির কুফরের ভূমি থেকে ঈমানের ভূমির দিকে হিজরত, অন্যায়ের ভূমি থেকে ন্যায়ের ভূমির দিকে হিজরত তাঁর তাওবার বহিঃপ্রকাশ; সেই সাথে তার অবাধ্যতা থেকে বিশ্বাসের দিকে, স্বেচ্ছাচারিতা থেকে আনুগত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বহিঃপ্রকাশ। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এমনভাবে চলতে থাকবে।" [মাজমু' আল-ফাতওয়াঃ ১৮/২৮৪]

গুনাহ হতে হিজরতঃ

গুনাহ হতে হিজরত হলো; একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী গুনাহ, গুনাহগার-পাপী এবং গুনাহপূর্ণ পরিবেশ হতে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য হিজরত করা।

গুনাহ পরিত্যাগ করাঃ

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –কে জিজ্ঞেস করা হলো, "হিজরত কি?"। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "পেছনের গুনাহ পরিত্যাগ করা।" [মুসনাদে আহমাদ]

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহবা অন্য মুসলিমদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে। আর মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষেধ করা (তথা গুনাহ’র) সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে।”

গুনাহগার-পাপীকে পরিত্যাগ করাঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মু’মিন ব্যতিত অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে না, আর মুত্তাকী ছাড়া অন্য কাউকে তোমার খাবার খেতে দেবে না।” [আবু দাউদ]

সেজন্য সত্যিকার মু’মিন (যে আল্লাহকে ভয় করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকে) সে ব্যতিত অন্য কারো সাথে বসবাস করা যাবে না, একসাথে মেলামেশা করা যাবে না, খাবারও ভাগ করে খাওয়া যাবে না।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “বনী ইসরাঈলদের মধ্যে সর্বপ্রথম এভাবে দুস্কৃতি-অনাচার প্রবেশ করে, এক (আলেম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো আর বলতো,‘হে অমুক! আল্লাহকে ভয় করো, যা করছো তা পরিহার করো; কেননা তোমার জন্য এ কাজ বৈধ নয়।’ পরদিনও সে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায় দেখতে পেত; কিন্তু সে আর তাকে বারণ করতো না। কেননা ইতোমধ্যে সে তার খানাপিনা ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে যায়। অতঃপর এমন অবস্থা হলো যে, আল্লাহ তাদের একের অন্তরের কালিমা দ্বারা অন্যের অন্তরকে কলুষিত করে দিলেন।” তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

“বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিল,তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করানো হলো। কেননা,তারা বিদ্রোহীর পথ ধরেছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে গুনাহ’র কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পরিহার করেছিল। এভাবে খুব জঘণ্য কর্মই তারা করে যাচ্ছিল।” [আল-মায়িদাঃ ৭৮-৭৯]

ইমাম আবু-দাউদ, আত-তিরমিজি এবং অন্যান্যরা এই সহীহ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তাই যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার পর আবার গুনাহগার-পাপীদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পরিবর্তন হয় না। তাহলে তাদের সাথে মেলামেশা করার জন্য এবং তাদেরকে পরিত্যাগ না করার জন্য সে গুনাহগার-পাপী হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“হিজরতের মূল কথা হচ্ছে গুনাহ পরিত্যাগ করা, সেই সাথে গুনাহগার-পাপী লোকদেরও পরিত্যাগ করা। এরপরে বিদআতের দিকে আহবানকারী, ফাসিক (পাপী) এবং তাদের সাথে যারা মেলামেশা করে, তাদের সাহায্য করে, তাদের সবাইকে হাজর (বর্জন বা পরিত্যাগ) করা। একইভাবে, যে জিহাদ পরিত্যাগ করে (যা ছাড়া সে কোন ধরনের নিরাপত্তা অর্জন করতে পারবে না) তাকে হাজর দ্বারা শাস্তি দিতে হবে; যেহেতু সে ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতায় মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে না।

সুতরাং, জুনাহ (ব্যভিচারী), লুতিয়্যাহ (সমকামী), জিহাদ পরিত্যাগকারী, আহলুল-বিদ'আহ (দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কারকারী), মদ্যপায়ী –এরা সকলেই ইসলামের জন্য ক্ষতিকর এবং এদের সাথে মেলামেশা করাও ক্ষতিকর। তারা কখনো ন্যায়পরায়ণতা বা ধার্মিকতায় সহযোগিতা করে না। যে তাদের পরিত্যাগ করলো না, সে একটা ফরজ ত্যাগ করলো এবং একটা নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে আপতিত হলো।" [মাজমু' আল-ফাতওয়া]

অতএব, নিচে উল্লেখিত গুনাহগার-পাপী ব্যক্তিদেরকে হক্কের দাওয়াত দেওয়ার পর এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কোন পরিবর্তন না পাওয়া গেলে, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাদের পরিত্যাগ করতে হবেঃ

১। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যে বা যারা তাগুতের সৈনিক হিসেবে আর্মি, পুলিশ, গোয়েন্দা ইত্যাদি বিভাগে (কর্তব্যরত) আছে। শুধু তাই নয়, সরকারী ও তাগুত-কাফিরের কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে যারা, তাদের সাথেও সম্পর্ক রাখা যাবে না

২। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যাদের কাজ-কর্মে বা বিশ্বাসে শিরক রয়েছে।

৩। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যাদের কাজ-কর্মে বা বিশ্বাসে বিদআত রয়েছে।

৪। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যে বা যারা মুজাহিদিনদের বিরোধীতা করে।

৫। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যে বা যারা ধন-সম্পদ, জীবন দিয়ে জিহাদের ফরজিয়াতকে

পরিত্যাগ করে।

৬। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যে বা যারা গুনাহ'র চাকরি করে।

৭। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যে বা যারা মদ পান করে।

৮। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের মধ্যে, যে বা যারা যেনা-ব্যভিচার করে।

৯। স্ত্রী, মেয়ে, বোনদের মধ্যে যে বা যারা পূর্ণভাবে শার'ঈ হিজাব পালন করে না।

গুনাহপূর্ণ পরিবেশ পরিত্যাগ করাঃ

আল্লাহ বলেন, "আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে,যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে,তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।" [আন-নিসাঃ ১৪০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরে নিচের কথাগুলো বলেন,

এই আয়াতের অর্থ হলো যে, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি এ কাজ করো, অর্থাৎ তাদের সাথে বসে থাকো যেখানে আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, বিদ্রুপ ও অবজ্ঞা করা হয় এবং ওই আচরণের অনুমতি দাও, তাহলে তারা যা করছে তাতে তুমি অংশগ্রহণ করলে। তাই আল্লাহ বলেন, "কিন্তু যদি তুমি তাদের সাথে থেকে যাও তাহলে তুমি তাদেরই মতো, অর্থাৎ তারা যে বোঝা বহন করবে তার ব্যাপারে বলা হচ্ছে।

সুতরাং, কেউ যদি কোন গুনাহপূর্ণ পরিবেশে থেকে যায় এবং সামর্থ্য না থাকার জন্য ‘সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ’ করতে না পারে, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ওই পরিবেশ থেকে হিজরত না করে, তাহলে তাকে ঐসব পাপীদের মত একই পাপের বোঝা বহন করতে হবে।

আবু সা’ইদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “তোমাদের পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি লোক হত্যা করে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমের সন্ধানে বের হলো। তাকে একজন সংসারত্যাগী খ্রিষ্টান দরবেশের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। সে ওই দরবেশের কাছে গিয়ে বললো, “আমি নিরানব্বইটা লোককে হত্যা করেছি। এখন আমার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি?” দরবেশ বলল, “না নেই”। তখন লোকটি দরবেশকেও হত্যা করে একশো সংখ্যা পূর্ণ করল। এরপর আবার সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমের সন্ধান জানতে চাইলে তাকে একজন আলেমের সন্ধান জানিয়ে দেয়া হলো। লোকটি তার কাছে গিয়ে বললো যে, সে একশো লোককে খুন করেছে। এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? আলেম বললেনঃ “হ্যাঁ,তাওবার সুযোগ আছে। তাওবা কবুলিয়াতের পথে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত রয়েছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হও এবং তোমার নিজ দেশে কখনো ফিরে যেও না। কেননা,সেটা খুব খারাপ জায়গা”। লোকটি নির্দেশিত স্থানের দিকে চলতে লাগলো। অর্ধেক পথ চলার পর তার মৃত্যুর সময় এসে পড়লো। এবার তাকে নিয়ে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল।

রহমতের ফেরেশতাদের বক্তব্য ছিল,এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতারা বলতে লাগলো যে, লোকটি তো কখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি। এমন সময় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মানুষের রূপ ধারণ করে একজন ফেরেশতা তাদের সামনে উপস্থিত হলো। তখন সবাই তাকে সালিশ হিসেবে মেনে নিল। সালিশরূপী ফেরেশতা বললো, “তোমরা উভয় দিকের জায়গা মেপে নাও। যে দিক যার কাছাকাছি হবে,সে দিক তারই বলে গণ্য হবে।” সুতরাং জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে আসছিলো,তাকে সে দিকের কাছাকাছি পাওয়া গেল –এর ভিত্তিতে রহমতের ফেরেশতারা লোকটির প্রাণ কেড়ে নিল। [বুখারী ও মুসলিম]

আল হাফিজ ইবনে হাযার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এটা নির্দেশ করে যে, যে ভুমিতে কোন ব্যক্তির গুনাহ করার সম্ভাবনা আছে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার উপকারিতা রয়েছে। কেননা সেখানে থাকলে তার তাওবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, কারণ হয় তার দ্বারা কৃত পূর্ববর্তী কাজগুলো মনে পড়ে যাবে এবং সে কাজগুলো করতে প্রলুব্ধ হতে পারে, আর না হয় সেখানে এমন লোক থাকবে যে তাকে ঐ কাজগুলো করতে প্ররোচনা দিবে। এজন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি (জ্ঞানী ব্যক্তি) তাকে বললেন, “তোমার নিজ দেশে কখনো ফিরে যেও না। কেননা,সেটা খুব খারাপ জায়গা।” এতে বোঝা যায় যে তাওবাকারীকে ঐ পরিবেশ ত্যাগ করা উচিত, সেখান থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া উচিত, যেখানে সে তার গুনাহের সময় অবস্থান করতো। [ফাতহুল-বারিঃ ৬/৫১৭]

সুতরাং কাউকে তার পক্ষে যতখানি সম্ভব গুনাহপূর্ণ পরিবেশ এড়িয়ে চলার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হবে। তার সক্ষমতা ও উপায় অনুসারে তাকে এমন এক পরিবেশের খোঁজ করতে হবে, এমন স্থানে বসবাস করতে হবে যেখানে গুনাহ করার সবচেয়ে কম সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো..."। [আত-তাগাবুনঃ ১৬]

জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরতঃ

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ জামা'আহ, সাম' (শোনা), ত্ব'আহ (আনুগত্য), হিজরত এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। নিশ্চয় যে ব্যক্তি জামা'আহ থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে গেল, সে তার গলা থেকে ইসলামের বেড়ী খুলে ফেললো, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে জাহিলিয়্যাতের দিকে আহবান করে, সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে একজন। তাঁরা বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ, যদিও সে সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এমনকি যদিও সে সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। [মুসনাদে আহমদ ও আত-তিরমিজি]

ওমর ইবনে আবাসা (রাদিয়াল্লাহু)বর্ণনা করেন,এক ব্যক্তি রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন,"হে আল্লাহর রসুল! ইসলাম কী? রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইসলাম হলো তোমার অন্তর আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের জন্য তৈরী হয়ে যাওয়া এবং কোন মুসলিম তোমার হাত ও জিহবা থেকে হেফাজতে থাকা।" লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "কোন ইসলাম উত্তম? রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল-ঈমান।" লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "ঈমান কি?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন, "ঈমান হলো আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস করা, আসমানী কিতাব সমূহের উপর,রসুলগণের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "উত্তম ঈমান কোনটি?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হিজরত।" লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "হিজরত কী?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন, "হিজরত হলো তুমি সকল মন্দকে পরিহার করবে।" সে আবার জিজ্ঞেস করলো,"উত্তম হিজরত কোনটি?" সুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল-জিহাদ।" লোকটা জিজ্ঞেস করলো, "জিহাদ কি?" রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যখন তোমরা কুফফারদের সম্মুখীন হবে তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করো।" সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো,"উত্তম জিহাদ কোনটি?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যেখানে তাঁর ঘোড়া আহত হয় এবং তাঁর নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়।" [মুসনাদে আহমদঃ ৪/১১৪;হাদিসের মান সহীহ]

যেহেতু রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত সর্বোত্তম (হিজরত) এবং তিনি নির্দিষ্ট করে দেননি যে, তা দারুল কুফরে নাকি দারুল ইসলামে। সুতরাং এ হাদিসের সাধারণ মৌলিক অর্থ

হবে ওটাই যতক্ষণ না অন্য কিছু প্রমাণিত হবে। তাই জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত দারুল কুফর-দারুল ইসলাম উভয় জায়গাতেই বৈধ। পৃথিবীর বুকে সব জায়গাতেই তা বৈধ।

যদি কেউ বলে যে এই এই শর্তসমুহ পূরণ না করলে হিজরত বৈধ হবে না, তাহলে তার জবাবে আমরা বলবোঃ যেহেতু আল্লাহর আদেশে হিজরত আমাদের জন্য ফরজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল এর বৈধতার ব্যাপারে এরকম শর্ত দেননি, তাই কেউই নতুন কোন শর্ত নিয়ে আসতে পারবে না। রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে নতুন কোন শর্ত আরোপ করলো অথচ তা আল্লাহর কিতাবে নেই; তা অবৈধ, যদিও সে শত শত বার শর্ত আরোপ করে"। [বুখারি ও মুসলিম] এই প্রকার হিজরত হচ্ছে চূড়ান্ত হিজরত।

এখন একটি সংশয়ের জবাব দেওয়া যাকঃ

সংশয়-১। হিজরত মানে এক দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যাওয়া বোঝায় আমরা কথায় হিজরত করব?

জবাবঃ

- ইসলাম কোন দেশের মানবসৃষ্ট সীমানাকে স্বীকৃতি দেয় না, যা তাওয়াগ্বিতরা তৈরি করেছে।
- রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। বর্তমান সময়ে মানবসৃষ্ট সীমানার বিবেচনা করলে উভয়ই একই দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- আল্লাহ বলেন, "যে আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে,অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়,তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল,করুণাময়।" [আন-নিসাঃ ১০০]

এই আয়াতে দেখা যায় যে, যে শুধু দ্বীনের জন্য হিজরত করে অর্থাৎ "তার বাড়ি ত্যাগ করে", সেটাকে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত বলা হচ্ছে। এই আয়াতে এরকম কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি যে, হিজরত বৈধ হবার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন, আমিন।

২) আনুগত্য

আনুগত্যের স্তর সমুহঃ

(ক) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সাঃ) আনুগত্য (এটার অস্বীকারকারী কাফির)

(খ) আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন এর আনুগত্য

(গ) আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উলিল আমর (তার নির্দেশ খলিফার নির্দেশের মত কেননা তিনি খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত)

রাসুল (সাঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, বস্তুতঃ সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল, প্রকৃতপক্ষে সে

আমারই নাফরমানী করল"। (সহীহ্ বুখারী, আহকাম অধ্যায় ১০৫৭ পৃঃ ৬৭২৬ নং হাঃ)

(ঘ) নিজের উপরের দায়িত্বশীল,যিনি উলিল আমরের পক্ষ থেকে নিয়োজিত।

আমিরের আনুগত্যের অবাধ্যতা সাধারনত দু'ধরনেরঃ

১। শারয়ীঃ এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে হবে যদি সেটা কুরআন ও সাহীহ হাদিসের সুস্পষ্ট বিরোধী না হয় যা সালাফদের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমানিত। এমনকি দায়িত্বশীলের কোন আদেশ আপাতঃ দৃষ্টিতে শারিয়াহ বিরোধী মনে হলেও সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া পর্যন্ত তার আনুগত্য করতে হবে।

২। কৌশলগত বা পরিচালনাগতঃ এ ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে যদিও তা নিজ মত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। সেক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হতেও পারে নাও হতে পারে।

রাসুল (সাঃ) বলেন,"যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কুফরী না দেখবে"। (সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম)

এ ক্ষেত্রে আনুগত্য না করা মৌন বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত হবে। কেননা বিদ্রোহ স্বশস্ত্র এবং মৌন উভয় ভাবেই হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, শারিয়তের মূলনীতি হল দায়িত্বশীলের আনুগত্য করা। সুতরাং দায়িত্বশীলের আনুগত্য করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই, দায়িত্বশিলের আনুগত্য থেকে বাহিরে যাওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্যে যারা শাসক তাদের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি প্রত্যবর্তন কর- যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা আন্-নিসাঃ ৫৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য। সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষন না তাকে কোন গুণাহের নির্দেশ দেয়া হয়। (সহীহ্ বুখারী, আহকাম অধ্যায়, ১০৫৭ পৃঃ ৬৭৩৩ নং হাঃ)

৩) সবরঃ

সবর ৫টি ক্ষেত্রে হতে পারে যথাঃ

(ক) ইবাদাতের ক্ষেত্রে সবর

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নিত, রাসুল (সাঃ) বলেন,জাহান্নামকে মনলোভা জিনিষ দ্বারা ঘিরে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেয়া হয়েছে কষ্টকর জিনিষ দ্বারা। (সহিহ বুখারীঃ৬৪৮৭)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ,রাসুল (সাঃ) বলেন,নিশ্চয় আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করি। আমার বান্দা যে সকল জিনিষ দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয় বস্তু হল– যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি। আর আমার বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি...। (সহিহ বুখারী)

(খ) পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় মানুষের মন পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে"। (ইউসুফঃ৫৩)

আল্লাহ অন্যাত্র বলেন, "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নিজকে প্রবৃত্তির অনুসরন করা থেকে বিরত রাখে জান্নাত হবে তার আবাস"। (আন নাজিয়াতঃ৪০-৪১)

(গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিক্ষার সময় সবর করা

আল্লাহ বলেন, "আর আমি তোমাদের অবশ্যই পরিক্ষা করব কিছু ভয়,ক্ষুধা,জীবন, সম্পদ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা , আর ধর্য্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন,যারা বিপদে পতিত হলে বলে,আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব"। (বাকারাঃ১৫৫-১৫৬)

(ঘ) আনুগত্যে সবর, বিশেষ করে মতবিরোধগত বিষয়ে

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, যদি কেউ তার আমিরকে অপছন্দনীয় কিছু করতে দেখে তবে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা যে কেউ জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ্ বুখারী, আহকাম অধ্যায়, ১০৫৭ পৃঃ ৬৭৩২ নং হাঃ)

(ঙ) মানহাজের ওপর টিকে থাকাঃ

আল্লাহ বলেন,হে ঈমানদারগনেরা, তোমরা ধৈর্য ধারন কর এবং একে অপরে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর, শত্রুর মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাক, এবং আল্লাহকেই ভয় কর, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে। (আলে ইমরানঃ ২০০)

৪) যিকরঃ

সালাত, সকাল–সন্ধ্যা ও বিভিন্ন সময়ে মাসনুন দুয়া, যিকর ও ইস্তেগফার।

আল্লাহ বলেন ,হে ইমানদারগণ,তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরণ কর,এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ কর। তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন যেন তিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন। আর তিনি মুমিনদের প্রতি দয়ালু। (সুরা আহযাবঃ ৪১-৪৩)

৫) কুরবানীঃ

দ্বীনের স্বার্থে নিজের সবকিছু আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দেয়া ।

আল্লাহ বলেন, "হে নাবী ,আপনি বলুন আমার সালাত ,আমার কুরবানী,আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য"। (আল আন'য়ামঃ ১৬২)

এছাড়া আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। এজন্য যে তারা মারবে ও মরবে"... (আত তাওবাঃ ১১১)

৬) ইয়াকিনঃ

এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, দাওলাতুল ইসলাম হক্ব এবং এর বিরোধীরা বাতিল এবং এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমাদের বিশুদ্ধ আক্বিদার কারণে অবশ্যই আল্লাহর নুসরাহ পাবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ বলেন, "মুমিনতো কেবল মাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ইমান এনেছে এবং তাতে কোন সন্দেহ করে নাই এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে লড়াই করেছে। আর তারাই সত্যবাদী"। (হুজরাতঃ১৫)

৭) সিদকঃ

আল্লাহ বলেন, "মুমিনদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার সত্যায়ন করেছে, তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছেছে আর কিছু ব্যক্তি অপেক্ষায় আছে তারা তাদের লক্ষ্য কখনো পরিবর্তন করে নি। এটা এজন্য যে, আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যায়নের জন্য পুরষ্কার দিবেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দিবেন কিংবা তাদের তাওবাহ কবুল করবেন। নিশচয় আল্লাহ ক্ষমাশীল" ও দয়ালু (আহযাবঃ২৩)

মাদয়ূ দুই প্রকারঃ

১। মুবায়ী' (এহসার)

২। মুনাসির (গায়র এহসার)

মুবায়ী' ও মুনাসিরদের গুণাবলী ও যোগ্যতা :

মুহাজির (মুবায়ী):

(ক) মুহাজির হয়ে বের হয়ে আসতে হবে (খ) সাহিহ আকিদাহ (গ) আনুগত্য (ঘ) দুনিয়াবী যোগ্যতা (ইফতা, ড্রাইভার, মিডিয়া, আসকারি, ইন্টেলিজেন্স, ইঞ্জিনিয়ার···) (ঙ) কুরবানীঃ (অবস্থা অনুযায়ী) (চ) কিতমান-আস-সির (তথ্য গোপন)।

মুনাসিরঃ

(ক) বিশ্বস্থতা (খ) আমানতদারীতা

মুনাসিরের কাজঃ

(ক) দাওয়াহ (কানেকশান) (খ) মিডিয়াতে প্রচার (গ) ইন্টেলিজেন্স (সারিয়াহ) (ঘ) শেল্টার বা থাকার জায়গা দেয়া।